দৈনিক ইত্তেফাক ০৩

তারিখ ... SEP. 22 1999
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

খুলনা জিলা স্কুল ভবন। লালটি পুরনো এবং পাশেরটি নতুন।

ছবি ঃ গুফার

আমার প্রিয় স্কুল

'আমার প্রিয় স্কুল' এই পর্যায়ে আজকের লেখাটি খুলনা জিলা স্কুলের উপর। লিখেছে স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র অনুপ কুমার দে।

খুলনা জিলা স্কুল

■ অনুপ কুমার দে ■

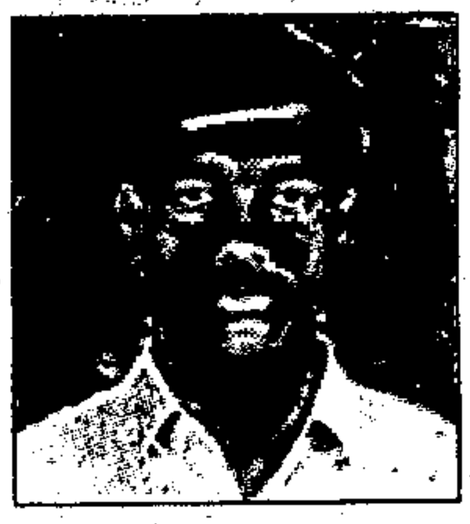

অনুপ কুমার দে

"কখন ছুটি হবে, কখন বাজবে সেই ঘন্টা
ছোট্টবেলায় পাঠশালার ওই শাসন পেরিয়ে
আনচান করত যে মনটা"

না। স্কুল জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এখন আর ছুটির জন্য মনটা আনচান করে না। কেবলি মনে হয়, আহারে আর মাত্র ক'দিন পরেই তো প্রিয় স্কুলটাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যেতে হবে। দিনগুলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এক কুয়াশা মাখা সকালে যেদিন একরাশ আতঙ্ক নিয়ে প্রথম এসেছিলাম এ স্কুলে; সেদিন কিন্তু একে দেখে মোটেও মনে হয়নি যে এর বয়স ১০০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। শিল্প ও বন্দর নগরী খুলনার পূর্ব প্রান্ত ছুঁয়ে ভৈরব-রূপসার সঙ্গম স্থলের তীরে আট একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে খুলনা জিলা স্কুল। শতাব্দীর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বুকে ধারণ করে তা জ্ঞানের সৌরভ বিলিয়ে চলেছে অকাতরে।

ব্রিটিশ সরকার এতদঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ সালে যে হান্টার কমিশন গঠন করে তার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৮৫ সালে খুলনা জিলা স্কুল স্থাপিত হয়। সে বছরই এপ্রিল মাসে সরকার এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পুরোনো লাল ইটের ভবনটি সে স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে এ স্কুলে ২টি একাডেমিক ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি ল্যাবরেটরী ও জিমনেশিয়াম ভবন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক দু'টি হোস্টেল রয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুদীর্ঘ সময়ে অনেক সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক এ স্কুলে এসেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন এসি রক্ষিত, এসি ব্যানার্জী, কুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম, এ গনি প্রমুখ। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে আছেন আবু সাইদ আহমেদ। এছাড়া প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ আবুল ফজলও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মোট দু' শিফটে ২৮৫২ জন ছাত্র এবং ৫৩ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ১০।

সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় এ বিদ্যালয়ের বুকে পড়েছে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও কৃতী সন্তানের পদচিহ্ন। সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিচারপতি গাজী শামসুর রহমান, কবি ফররুক আহমদ প্রমুখ মহান ব্যক্তির স্পর্শে ধন্য হয়েছে এ বিদ্যানিকেতন। একদিন এ বিদ্যালয় থেকে তাঁরা যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলেন নিজেদের জীবনে, তারই আলোক স্পর্শে ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ করেছেন দেশ ও দশকে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই খুলনা জিলা স্কুল যে সুনাম বজায় রেখেছে আজও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় এ স্কুলের ছাত্ররা অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৯৪ সালের এস,এস,সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম ও ২য়সহ মোট ৬টি স্থান এবং ১৯৯৫ সালের এস,এস,সির বিজ্ঞান ও মানবিকের মেধা তালিকায় সর্বমোট ৬টি স্থান। এছাড়া প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় এ স্কুলের ছাত্রদের সাফল্য ঈর্ষণীয়। লেখা-পড়ার বাইরে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ স্কুলের ছাত্রদের রয়েছে সফল উপস্থিতি। এ স্কুল পরপর দু'বার সার্ক পত্রলিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার গৌরব লাভ করেছে। লেখা-পড়ার পাশাপাশি আমাদের এ স্কুলে স্কাউট, রেডক্রিসেন্ট ও ডিবেটিং সোসাইটি চালু রয়েছে।

শতাব্দীর পুরোনো এ স্কুলের বর্তমানে কিছু সংস্কার প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষসমূহে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আরো আধুনিক করা দরকার। এখানে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও একজন লাইব্রেরিয়ানের অভাবে তা বন্ধ রয়েছে।

এমন একটি স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমি গর্বিত। যদিও আর মাত্র কিছুদিন পর আর আমি এ স্কুলের ছাত্র থাকব না; তবু এখানে কাটানো স্বর্ণালী দিনগুলোর স্মৃতি আমার অন্তরে চির অম্লান হয়ে রইবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা, খুলনা জিলা স্কুল যেন একদিন দেশের সেরা স্কুল হিসাবে গড়ে ওঠে। ❑